Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

ভারতীয় দর্শনে প্রামান্যবাদ নিয়ে বিতর্ক: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

ঋত্বিকা ঘোষ

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author: *ঋত্বিকা ঘোষ

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20728532

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে প্রামান্যবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয়, যা জ্ঞানের সত্যতা, বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মানবজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সকল জ্ঞান সমভাবে যথার্থ নয়; অনেক সময় জ্ঞান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে তা ভ্রান্ত বা অযথার্থও হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে একটি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কোন জ্ঞান যথার্থ এবং কোন জ্ঞান অযথার্থ, এবং জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণের ভিত্তি কী? ভারতীয় দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে জ্ঞানের উৎস ও মাধ্যম (প্রমাণ)-এর পাশাপাশি জ্ঞানের প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতার প্রকৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

এই প্রবন্ধে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়, যেমন- পূর্বমীমাংসা, ন্যায়-বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্ত দর্শনে প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক অবস্থানসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ এবং পরতঃপ্রামাণ্যবাদের মধ্যকার দার্শনিক বিতর্ককে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড গ্রহণ করলেও সকলের লক্ষ্য ছিল জ্ঞানের বৈধতার একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করা। ফলে, প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত এই বিতর্ক ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে এবং জ্ঞান, সত্য ও বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 07-05-2026
- **Accepted:** 12-06-2026
- **Published:** 17-06-2026
- **IJCRM:**4(6); 2026: 141-145
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

ঋত্বিকা ঘোষ. ভারতীয় দর্শনে প্রামান্যবাদ নিয়ে বিতর্ক: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(6):141-145.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

মুখ্য শব্দ: প্রামাণ্যতা, অপ্রামাণ্যতা, স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ, পরতঃপ্রামাণ্যবাদ, অনুব্যবসায়, ত্রিপুটি প্রত্যক্ষ, সৎকার্যবাদ।

© 2026 ঋত্বিকা ঘোষ. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে (Epistemology) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয় হলো প্রামান্যবাদ। মানুষের জ্ঞান কতখানি সত্য, বৈধ ও নির্ভরযোগ্য—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই প্রামাণ্যতার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। কোনো জ্ঞানকে যথার্থ, নির্ভুল এবং বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হলে তাকে প্রমাণ বা প্রামাণ্য জ্ঞান বলা হয়। সুতরাং, প্রামাণ্যতার আলোচনা মূলত জ্ঞানের সত্যতা ও তার বৈধতার নির্ণয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতীয় দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে বিভিন্ন তাত্ত্বিক মতবাদ উপস্থাপন করেছেন এবং এর ফলে প্রামাণ্যতা সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে প্রধানত দুই ধরনের প্রামাণ্যতার ধারণা পরিলক্ষিত হয় স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ (Svataḥ-prāmāṇyavāda) এবং পরতঃপ্রামাণ্যবাদ (Parataḥ-prāmāṇyavāda)। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ অনুযায়ী, জ্ঞান নিজস্ব কারণের মাধ্যমেই তার সত্যতা প্রকাশ করে; অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে তার প্রামাণ্যতাও স্বয়ং প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে, পরতঃপ্রামাণ্যবাদে বলা হয় যে, কোনো জ্ঞানের সত্যতা বা বৈধতা নির্ধারণের জন্য অন্য একটি জ্ঞান বা বাহ্যিক উপাদানের প্রয়োজন হয়। একইভাবে অপ্রামাণ্যতার ক্ষেত্রেও স্বতঃঅপ্রামাণ্যতা এবং পরতঃঅপ্রামাণ্যতার ধারণা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রামাণ্যতা বিষয়ক এই বিতর্ক ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই ধারণার বীজ মীমাংসা দর্শনে দেখা যায় বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের মতো আস্তিক দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মতো নাস্তিক দর্শন এই বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজস্ব মতবাদ গড়ে তোলে। বিশেষত মধ্যযুগীয় ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতার প্রশ্ন একটি কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাত্ত্বিক মতভেদের সৃষ্টি করে।

এই প্রবন্ধে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত মতবাদসমূহ বিশ্লেষণ করা হবে এবং তাদের মধ্যকার বিতর্ককে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করা হবে। পাশাপাশি এই মতবাদগুলির দার্শনিক তাৎপর্য ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাও আলোচিত হবে।

পূর্বমীমাংসা দর্শনে প্রামাণ্যতার ধারণা

ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত বিতর্কে পূর্বমীমাংসা দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। মীমাংসকগণ মূলত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ (Svataḥ-prāmāṇyavāda)-এর সমর্থক। তাঁদের মতে, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রামাণ্যতাও স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণের জন্য বাহ্যিক কোনো প্রমাণ বা পরবর্তী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান তার নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই প্রাথমিকভাবে বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে কোনো বিরোধী জ্ঞান বা ত্রুটি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য থাকে।

মীমাংসা দর্শনের বিশিষ্ট আচার্য কুমারীল ভট্টের মতে, যে কারণসমূহ জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটায়, সেই কারণসমূহই তার প্রামাণ্যতারও উৎপাদক। অতএব, জ্ঞানের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত কোনো গুণ বা বাহ্যিক শর্তের প্রয়োজন হয় না। তাঁর মতে, জ্ঞান নিজে প্রত্যক্ষভাবে ধরা না পড়লেও তা তার বিষয়কে প্রকাশ করে। জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ জ্ঞাততা সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে বস্তুটি জ্ঞাত বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, জ্ঞানের মধ্যে প্রামাণ্যতা সহজাতভাবে নিহিত থাকে।

তবে কুমারীল ভট্ট সম্পূর্ণ স্বতঃঅপ্রামাণ্যবাদকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, জ্ঞান স্বভাবতই প্রামাণ্য হলেও তার অপ্রামাণ্যতা বাহ্যিক কারণে জানা যায়। যখন কোনো জ্ঞান পরবর্তীকালে বিরোধী জ্ঞানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় কিংবা জ্ঞানের উৎপত্তির কারণসমূহে কোনো ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়, তখন সেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্যতা প্রতিপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, দূর থেকে ঝিনুককে রূপা বলে মনে হওয়ার পর পরে জানা যায় যে তা প্রকৃতপক্ষে রূপা নয়। এই ক্ষেত্রে পরবর্তী জ্ঞান প্রথম জ্ঞানের অসারতা নির্দেশ করে। আবার কোনো ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি, যেমন দৃষ্টিবিভ্রম বা আলোর স্বল্পতার ক্ষেত্রেও জ্ঞানের অপ্রামাণ্যতা নির্ধারিত হতে পারে। ফলে কুমারীল ভট্টের মতে, প্রামাণ্যতা স্বতঃসিদ্ধ হলেও অপ্রামাণ্যতা পরতঃসিদ্ধ। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি বেদের প্রামাণ্যতাও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় (অমনুষ্যপ্রণীত) এবং এর উৎপত্তিতে মানবীয় ত্রুটির কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই এর প্রামাণ্যতা স্বতঃসিদ্ধ ও সন্দেহাতীত।

পূর্বমীমাংসা দর্শনের আরেকজন বিশিষ্ট দার্শনিক প্রভাকরও স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থক হলেও তাঁর ব্যাখ্যা কুমারীলের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। প্রভাকরের মতে, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই তিনটি একত্রে প্রকাশিত হয়, যা **'ত্রিপুটি প্রত্যক্ষ'** নামে পরিচিত। তাঁর মতে, জ্ঞান নিজেই স্বপ্রকাশিত এবং তার সত্যতা উপলব্ধির জন্য পৃথক কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। ফলে, কোনো বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সময় ব্যক্তি কেবল বস্তুটিকেই জানে না, বরং তার প্রামাণ্যতাও একইসঙ্গে উপলব্ধি করে।

প্রভাকরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য মত হলো তাঁর অখ্যাতিবাদ (Akhyātivāda)। তিনি মনে করেন, প্রকৃত অর্থে ভুল জ্ঞান বা ভ্রান্ত জ্ঞান বলে কিছু নেই। মানুষের যাকে ভ্রান্তি বলে মনে হয়, তা মূলত অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির মিশ্রণের ফল। উদাহরণস্বরূপ, ঝিনুককে রূপা বলে মনে হওয়ার ক্ষেত্রে "এটি" অংশটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত, কিন্তু "রূপা" অংশটি পূর্বস্মৃতি থেকে উদ্ভূত। বিভ্রান্তির কারণ হলো এই দুইয়ের মধ্যে যথাযথ পার্থক্য করতে না পারা। তাই তাঁর মতে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্বদা প্রামাণ্য এবং প্রকৃত অর্থে কোনো ভ্রান্ত জ্ঞান সম্ভব নয়।

মীমাংসা দর্শনের আরেকজন চিন্তাবিদ মুরারি মিশ্রও জ্ঞানের সহজাত প্রামাণ্যতার কথা স্বীকার করেন, যদিও তাঁর ব্যাখ্যায় কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। তিনি ন্যায় দর্শনের অনুব্যবসায় (Anuvyavasāya) ধারণার সঙ্গে আংশিক সামঞ্জস্য রেখে বলেন যে, জ্ঞানের উপলব্ধির পাশাপাশি তার প্রামাণ্যতাও অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়। যদিও ন্যায়দর্শনে অনুব্যবসায় কেবল জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়, মুরারি মিশ্র এর মাধ্যমে জ্ঞানের প্রামাণ্যতাকেও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

সুতরাং, পূর্বমীমাংসা দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিকের আলোচনায় প্রামাণ্যতার ধারণা বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। যদিও তাঁদের ব্যাখ্যায় পার্থক্য বিদ্যমান, তবুও সকলের অভিমত মূলত এই যে জ্ঞান প্রাথমিকভাবে স্বভাবগতভাবেই বৈধ এবং তার সত্যতা নির্ধারণের জন্য বাহ্যিক প্রমাণের অপরিহার্যতা নেই। এই মতবাদ ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত বিতর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে প্রামাণ্যবাদ

ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত বিতর্কে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অধিকার করে। পূর্বমীমাংসা যেখানে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদকে সমর্থন করেছে, সেখানে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মূলত পরতঃপ্রামাণ্যবাদ-এর প্রবক্তা। এই মতানুসারে, জ্ঞান তার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রামাণ্য হয় না; বরং পরবর্তী কোনো উপায় বা বাহ্যিক উপাদানের সাহায্যে তার বৈধতা নির্ধারিত হয়। জ্ঞানের সত্যতা ও প্রামাণ্যতা নির্ণয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

ন্যায় দর্শনের মূল ভিত্তি ন্যায়সূত্র-এ প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত সুসংগঠিত আলোচনা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষ্যকারের রচনায় বিশদভাবে বিকশিত হয়। বিশেষত উদ্যোতকর-এর *ন্যায়বর্তিকা* এবং বাচস্পতি মিশ্র-এর *ন্যায়বর্তিকা তাৎপর্য-টীকা* গ্রন্থে প্রামাণ্যতা বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। তাঁদের মতে, জ্ঞানের উৎপত্তি এবং তার প্রামাণ্যতার উপলব্ধি এক ও অভিন্ন প্রক্রিয়া নয়; বরং জ্ঞানের সত্যতা পরবর্তীকালে যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ন্যায় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো *ব্যবসায়* (Vyavasāya) এবং *অনুব্যবসায়* (Anuvyavasāya)। ন্যায় মতে, প্রথমে কোনো বস্তুর জ্ঞান জন্মায়, যেমন- "এটি একটি গ্রন্থ"। এর পরবর্তী স্তরে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে "আমি এই গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি।" অর্থাৎ প্রথমটি হলো বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, আর দ্বিতীয়টি হলো সেই জ্ঞানের সম্পর্কেই জ্ঞান। ন্যায় দর্শনের মতে, জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধ হলেও তার প্রামাণ্যতা তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারিত হয় না; বরং পরবর্তী ফলপ্রাপ্তি বা কার্যসিদ্ধির মাধ্যমে তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

এই প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনে *প্রবৃত্তিসামর্থ্য* (Pravṛtti-sāmarthya) একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনো জ্ঞান যদি ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে পরিচালিত করে এবং সেই কার্য প্রত্যাশিত ফল প্রদান করে, তবে সেই জ্ঞানকে প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়।

© 2026 ঋত্বিকা ঘোষ. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

উদাহরণস্বরূপ, একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দূরে জল দেখতে পেয়ে যদি সেই স্থানে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে জল পায় এবং তার তৃষ্ণা নিবারিত হয়, তাহলে তার পূর্ববর্তী জ্ঞানটি সত্য ও প্রামাণ্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যদি প্রত্যাশিত ফল অর্জিত না হয়, তবে সেই জ্ঞান অপ্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

পরবর্তীকালে জয়ন্ত ভট্ট তাঁর *ন্যায়মঞ্জরী* গ্রন্থে এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থে প্রামাণ্যতার বিষয়টি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রাথমিকভাবে বৈশেষিক দর্শন পদার্থতত্ত্ব কেন্দ্রিক হলেও পরবর্তীকালে ন্যায় দর্শনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় যুক্ত হয়। ফলস্বরূপ, মধ্যযুগীয় ভারতীয় দর্শনে ন্যায় ও বৈশেষিক মতবাদ একটি সম্মিলিত রূপ লাভ করে এবং প্রামাণ্যতা সম্পর্কে উভয়ের অবস্থান প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে।

জয়ন্ত ভট্ট এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতে, মানুষের কর্মপ্রবণতার জন্য কোনো জ্ঞানের প্রামাণ্যতা পূর্বেই নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক নয়। বরং কোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণ উপলব্ধিই মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞান প্রাথমিক অবস্থায় সন্দেহযুক্ত বা অনিশ্চিত থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে যদি সেই কর্ম সফল হয়, তাহলে জ্ঞানের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, ন্যায় দর্শনে কর্মফল জ্ঞানের প্রামাণ্যতা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত।

বেদের প্রামাণ্যতা সম্পর্কেও ন্যায় দর্শনের অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মীমাংসা দর্শনের মতো ন্যায় দর্শন বেদকে স্বতঃপ্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেনি। ন্যায় মতে, প্রথমে বেদের দৃশ্যমান ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহ যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান বা সামাজিক বিধান কার্যকারিতার ভিত্তিতে যাচাই করা হয়। এই যাচাইকৃত অংশগুলির প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে তার অনুরূপভাবে বেদের অদৃশ্য বিষয়সমূহ, যেমন স্বর্গ, পুণ্য, পাপ এবং যজ্ঞফল সম্পর্কিত অংশগুলিকেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

অতএব, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রামাণ্যতা তত্ত্বে জ্ঞানের সত্যতা কোনো সহজাত গুণ হিসেবে নয়, বরং কার্যকারিতা, ফলপ্রাপ্তি এবং বহির্ভূত যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মতের বিপরীতে একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক অবস্থান গঠন করেছে এবং প্রামাণ্যতা বিষয়ক বিতর্ককে আরও গভীর ও সমৃদ্ধ করেছে।

বৌদ্ধ দর্শনে প্রামাণ্যতার ধারণা

ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত বিতর্কের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শন একটি স্বতন্ত্র ও গভীর দার্শনিক অবস্থান উপস্থাপন করে। অন্যান্য দর্শনের তুলনায় বৌদ্ধ চিন্তায় জ্ঞানের প্রামাণ্যতা বিষয়টি অধিকতর ব্যবহারিক ও কার্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, সকল জ্ঞান প্রাথমিক অবস্থায় স্বয়ং প্রামাণ্য নয়; বরং কোনো জ্ঞান তখনই প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হয়, যখন তা কার্যকরী ফল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, কোনো জ্ঞানের সত্যতা তার বাস্তব কার্যকারিতা বা অর্থক্রিয়াকারিতা-এর উপর নির্ভরশীল।

বৌদ্ধ দর্শনের মতে, সাধারণভাবে জ্ঞান তার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রামাণ্য বলে প্রতিপন্ন হয় না। বরং জ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা হলো অপ্রামাণ্যতা, এবং পরবর্তী পর্যায়ে কার্যসিদ্ধির মাধ্যমে তার প্রামাণ্যতা নির্ধারিত হয়। এই কারণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অপ্রামাণ্যতাকে স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রামাণ্যতাকে পরতঃসিদ্ধ বলে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ, জ্ঞান প্রথমে নিজস্বভাবে বৈধতা অর্জন করে না; বরং তার উপযোগিতা ও বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে তা বৈধ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৌদ্ধ যুক্তিবিদ ধর্মকীর্তি-এর মতে, জ্ঞান তার নিজস্ব বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করে, কিন্তু তার প্রামাণ্যতা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতীয়মান হয় না। জ্ঞানের সত্যতা উপলব্ধ হয় তার কার্যকারিতার মাধ্যমে। অর্থাৎ, কোনো জ্ঞান যদি মানুষকে সফলভাবে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে, তাহলে সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বা বৈধ জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে, জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণে কার্যসাফল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, জ্ঞানের প্রতি মানুষের প্রবণতা মূলত দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমত, কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা কার্যসাধন করা এবং দ্বিতীয়ত, সেই জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করা। বাস্তব জীবনে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলেও সেই বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্ত হতে পারে, কারণ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ কোনো বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যদিও জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ বিদ্যমান থাকতে পারে, তবুও মানুষের আচরণ ও কার্যকলাপ প্রাথমিকভাবে সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে যখন কার্যসিদ্ধি ঘটে, তখন সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে বৌদ্ধ দর্শনের সকল চিন্তাবিদ এই বিষয়ে একই মত পোষণ করেননি। সাধারণ বৌদ্ধ অবস্থান অনুযায়ী, উৎপত্তি ও জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই অপ্রামাণ্যতা স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রামাণ্যতা পরতঃসিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তীকালের কিছু বৌদ্ধ দার্শনিক এই বিষয়ে আংশিক ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। বিশেষত শান্তরক্ষিত এবং কমলশীল প্রামাণ্যতা সম্পর্কে একটি মধ্যপন্থী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁদের মতে, সকল জ্ঞান একইভাবে বিচারযোগ্য নয়; কিছু জ্ঞান স্বতঃপ্রামাণ্য এবং কিছু জ্ঞান পরতঃপ্রামাণ্য।

কমলশীলের মতে, প্রত্যক্ষ আত্ম-উপলব্ধি, যোগী-প্রত্যক্ষ, অভ্যাসজাত জ্ঞান এবং অনুমানজাত কিছু জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা অনুপস্থিত থাকায় সেগুলিকে স্বতঃপ্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অপরদিকে, বেদসম্মত জ্ঞান বা অন্যান্য পরোক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যতা কার্যকারিতার মাধ্যমে যাচাই করতে হয়।

অতএব, বৌদ্ধ দর্শনের প্রামাণ্যতা তত্ত্বে জ্ঞানের বৈধতা কোনো সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়, বরং কার্যকরী ফলপ্রসূতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় একটি ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছে। পাশাপাশি, স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদ সম্পর্কিত বৃহত্তর দার্শনিক বিতর্কেও বৌদ্ধ দর্শন একটি স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে তুলেছে।

জৈন দর্শনে প্রামাণ্যতার ধারণা

ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা বিষয়ক বিতর্কে জৈন দর্শন একটি স্বতন্ত্র ও সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। জৈন দার্শনিকগণ সাধারণত কোনো একান্ত বা পরম অবস্থান গ্রহণ না করে বিষয়টির বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে, প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতা সম্পর্কিত আলোচনায় উৎপত্তি এবং জ্ঞানগ্রহণ– এই দুই দৃষ্টিকোণকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে জৈন দার্শনিকরা মনে করেন যে, প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতা উভয়ই উৎপত্তির ক্ষেত্রে পরতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানের উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ।

জৈন দর্শনের মতে, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার জন্য যে সাধারণ কারণসমূহ কার্যকর হয়, তার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ কারণ প্রামাণ্যতা এবং অপ্রামাণ্যতার উৎপত্তিতে ভূমিকা পালন করে। প্রামাণ্যতা কারণের গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে অপ্রামাণ্যতা কারণের ত্রুটি বা দোষের উপর নির্ভরশীল। ফলে উভয়ই উৎপত্তিগতভাবে গৌণ বা পরতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। তবে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যতা উপলব্ধ করার জন্য অতিরিক্ত কোনো কারণের প্রয়োজন হয় না; এই কারণে জ্ঞানের স্তরে উভয়কেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে জৈন দর্শনের সকল আচার্য এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না। দেবসুরি-এর মতে, প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতা উৎপত্তির ক্ষেত্রে পরতঃসিদ্ধ হলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি কখনও স্বতঃসিদ্ধ এবং কখনও পরতঃসিদ্ধ হতে পারে। অর্থাৎ, প্রামাণ্যতা সম্পর্কে তিনি একটি আপেক্ষিক ও শর্তসাপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র সূরি প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত আলোচনা আরও বিস্তৃত করেন। তাঁর মতে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অভ্যাসজাত জ্ঞান এবং অনুমানলব্ধ জ্ঞানের প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ বা বাচনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্নরূপ ধারণ করে। তিনি শব্দজ্ঞানকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করেন—দৃশ্যমান (দৃষ্ট) এবং অদৃশ্য (অদৃষ্ট) বিষয়ক জ্ঞান।

যে শব্দজ্ঞান এমন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব, তা দৃশ্যমান শব্দজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয়। অপরদিকে, মোক্ষ, পরকাল বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মতো যে বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে অবস্থিত, সেগুলি অদৃশ্য শব্দজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। হেমচন্দ্রের মতে, দৃশ্যমান শব্দজ্ঞানের প্রামাণ্যতা কার্যকারিতা বা বাস্তব ফলাফলের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অপরদিকে, অদৃশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে বক্তার দৃশ্যমান বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রদত্ত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করা হয়। যদি বক্তার বক্তব্য বাস্তবে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে

© 2026 ঋত্বিকা ঘোষ. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

বক্তাকে নির্ভরযোগ্য বা প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয় এবং সেই ভিত্তিতে তাঁর অদৃশ্য বিষয়ক বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, জৈন দর্শনে শব্দপ্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা বক্তার নির্ভরযোগ্যতা এবং বাস্তব ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র আংশিকভাবে ন্যায় দর্শনের পদ্ধতি অনুসরণ করলেও উদাহরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন।

জৈন দর্শনের প্রামাণ্যতা তত্ত্বের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর অনেকান্তবাদ (Anekāntavāda)-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী-এর মতে, জৈন দার্শনিকরা তাঁদের অনেকান্তবাদের ভিত্তিতে মনে করেন যে, কোনো জ্ঞানকে একমাত্রিকভাবে বিচার করা যায় না। একই জ্ঞান এক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রামাণ্য এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রামাণ্য হতে পারে। অর্থাৎ, জ্ঞানের সত্যতা একটি আপেক্ষিক বিষয় এবং তা নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপটের উপর।

অতএব, জৈন দর্শনের প্রামাণ্যতা তত্ত্ব ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে একটি মধ্যপন্থী ও বহুমাত্রিক অবস্থান উপস্থাপন করে। এটি স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছে এবং অনেকান্তবাদের মাধ্যমে জ্ঞানের আপেক্ষিক ও বহুমুখী প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছে। এই কারণে ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত বিতর্কে জৈন দর্শনের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সাংখ্য ও যোগ দর্শনে প্রামাণ্যতার ধারণা

ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত বিতর্কের ক্ষেত্রে সাংখ্য দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। যদিও সাংখ্য দর্শনের প্রাচীন ও মূল গ্রন্থসমূহে প্রামাণ্যতা এবং অপ্রামাণ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পদ্ধতিগত আলোচনা তুলনামূলকভাবে সীমিত, তবুও পরবর্তী ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা থেকে এই বিষয়ে সাংখ্য দর্শনের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনায় সাংখ্য দর্শনকে এমন একটি মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতা উভয়কেই স্বতঃসিদ্ধ বা সহজাত বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর তত্ত্বকৌমুদী-এ বৈদিক জ্ঞানকে স্বতঃপ্রামাণ্য বলে অভিহিত করলেও সেখানে অপ্রামাণ্যতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী দার্শনিক আলোচনায় এই ধারণা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষত মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহ-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে সাংখ্য দর্শনে প্রামাণ্যতা এবং অপ্রামাণ্যতা উভয়ই সহজাতভাবে বিদ্যমান বলে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালের বহু ভাষ্যকারও এই মতবাদকে সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন।

সাংখ্য দর্শনের এই অবস্থানের পেছনে এর মৌলিক সৎকার্যবাদ (Satkāryavāda) তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সৎকার্যবাদ অনুসারে, কোনো কার্য তার কারণের মধ্যে পূর্ব থেকেই সম্ভাব্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে; নতুনভাবে কোনো গুণ সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হতে পারে না। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সাংখ্য দার্শনিকগণ মনে করেন যে, যদি জ্ঞানের মধ্যে সহজাতভাবে প্রামাণ্যতার শক্তি উপস্থিত না থাকে, তাহলে তা পরবর্তীকালে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, জ্ঞানের প্রামাণ্যতা এবং অপ্রামাণ্যতা উভয়ই জ্ঞানের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

সাংখ্য দর্শন আরও মনে করে যে, যে উপাদানসমূহ জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটায়, সেই উপাদানসমূহই জ্ঞানের উপলব্ধির ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়। অর্থাৎ, বিষয়, বুদ্ধি, মানসিক প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য সহায়ক কারণের সমন্বয়ে যেমন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তেমনি সেই একই উপাদানের মাধ্যমে জ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা অর্জিত হয়। ফলত, যখন জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তখন তার মধ্যে নিহিত প্রামাণ্যতা বা অপ্রামাণ্যতাও একইসঙ্গে উপলব্ধ হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাংখ্য দর্শনে জ্ঞান, প্রামাণ্যতা এবং অপ্রামাণ্যতার মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে।

অতএব, সাংখ্য দর্শনের আলোচনায় প্রামাণ্যতা এবং অপ্রামাণ্যতা উভয়কেই উৎপত্তি এবং জ্ঞান—এই উভয় স্তরেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য দর্শনের পরতঃপ্রামাণ্যবাদী অবস্থানের বিপরীতে একটি স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে।

যোগ দর্শনের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যতা সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো বিস্তৃত আলোচনা মূল গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী ভাষ্যকারদের আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষত ব্যাস-এর ভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্র-এর *তত্ত্ববৈশারদী* গ্রন্থে বেদের প্রামাণ্যতা আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরপ্রদত্ত মন্ত্র, আয়ুর্বেদীয় জ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় উপদেশের সত্যতা তাদের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যায় যে যোগ দর্শনের প্রামাণ্যতা তত্ত্ব ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য বহন করে, যেখানে জ্ঞানের সত্যতা তার কার্যকারিতা এবং সফল প্রয়োগের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পদ্ধতিগত আলোচনা অনুপস্থিত থাকায় যোগ দর্শনের প্রামাণ্যতা সম্পর্কিত অবস্থান সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

সুতরাং, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের আলোচনায় প্রামাণ্যতার ধারণা দুটি ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। সাংখ্য দর্শন যেখানে জ্ঞানের সহজাত সত্যতা ও অপ্রামাণ্যতাকে স্বীকার করেছে, সেখানে যোগ দর্শনে প্রামাণ্যতার মূল্যায়নে কার্যকারিতা ও ব্যবহারিক ফলাফলের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়েছে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা বিষয়ক বিতর্ককে আরও সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

বেদান্ত দর্শনে প্রামাণ্যতার ধারণা

ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা বিষয়ক আলোচনায় বেদান্ত দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুগভীর দার্শনিক অবস্থান উপস্থাপন করে। বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি উপনিষদ, যেখানে পরিবর্তনশীল জগতের অন্তর্নিহিত চূড়ান্ত বাস্তবতা হিসেবে ব্রহ্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বেদান্ত মতে, ব্রহ্মই সর্বোচ্চ সত্য এবং জগতের সকল বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার পরম ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রমাণসমূহের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্র-এ বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বা অন্যান্য সাধারণ প্রমাণের বিষয় নন; কেবলমাত্র শাস্ত্রই তাঁর জ্ঞানের একমাত্র প্রমাণরূপে বিবেচিত হয়।

শঙ্করাচার্য-এর মতে, পরম সত্য একমাত্র ব্রহ্ম, আর বহুত্বপূর্ণ জগতের অভিজ্ঞতা মূলত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের ফল। তাঁর দৃষ্টিতে সকল প্রমাণ (প্রমাণ) এবং প্রমাণ্য বিষয় ব্যবহারিক স্তরে কার্যকর হলেও পারমার্থিক স্তরে তাদের চূড়ান্ত সত্যতা নেই। যেহেতু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, তাই তাঁকে প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অন্যান্য প্রচলিত প্রমাণের মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। এই কারণে শাস্ত্র বা বেদীয় জ্ঞানকে তিনি স্বতঃপ্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, শাস্ত্রের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাহ্যিক কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

পরবর্তীকালে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁর বেদান্তপরিভাষা-এ প্রামাণ্যতা সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করেন। তাঁর ব্যাখ্যায় বেদান্তের প্রামাণ্যতা তত্ত্ব অনেকাংশে পূর্বমীমাংসা দর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে প্রামাণ্যতাকে স্বতঃসিদ্ধ এবং অপ্রামাণ্যতাকে পরতঃসিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বেদান্ত মতে, যখন কোনো বস্তু তার যথার্থ বিশেষণ বা বৈশিষ্ট্যসহ জ্ঞাত হয়, তখন সেই জ্ঞানই সত্য বা প্রামাণ্য জ্ঞান হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো পাত্রকে তার 'পাত্রত্ব' বৈশিষ্ট্যসহ উপলব্ধি করা হলে সেটি যথার্থ জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ক্ষেত্রে জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য যে সাধারণ কারণসমূহ কার্যকর হয়, সেগুলিই প্রামাণ্যতারও উৎপাদক। অর্থাৎ, জ্ঞান এবং তার প্রামাণ্যতার উৎপত্তি পৃথক নয়।

বেদান্ত দর্শন অনুসারে, কোনো বস্তুর রূপ ধারণকারী বুদ্ধিবৃত্তিই জ্ঞান হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং এই জ্ঞান সাক্ষীচৈতন্য-এর মাধ্যমে উপলব্ধ হয়। জ্ঞান যখন সাক্ষীচৈতন্যে প্রতিভাত হয়, তখন তার প্রামাণ্যতাও একই সঙ্গে উপলব্ধ হয়। ফলে, উৎপত্তি ও জ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই প্রামাণ্যতা স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

অপরদিকে, বেদান্তে অপ্রামাণ্যতা বা জ্ঞানের অসত্যতা বাহ্যিকভাবে নির্ধারিত হয়। জ্ঞানের স্বাভাবিক উৎপত্তিগত উপাদান থেকে অপ্রামাণ্যতা উদ্ভূত হয় না; বরং তা কোনো ত্রুটি বা দোষের উপস্থিতির ফলে নির্ধারিত হয়। জ্ঞানের উপলব্ধি সাক্ষীচৈতন্যের মাধ্যমে সংঘটিত হলেও তার অপ্রামাণ্যতা সাধারণত অনুমান বা অন্যান্য পরবর্তী জ্ঞানের সাহায্যে নিরূপিত হয়। অর্থাৎ, জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ হলেও তার অসত্যতা পরবর্তী বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়।

এইভাবে বেদান্ত দর্শন প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে একটি স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছে, যেখানে জ্ঞান তার স্বভাবগত বৈধতার কারণে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং অপ্রামাণ্যতা বাহ্যিক ত্রুটির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা বিষয়ক বৃহত্তর বিতর্কে

© 2026 ঋত্বিকা ঘোষ. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

বেদান্তের এই অবস্থান বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কারণ এটি জ্ঞান, চেতনা এবং পরম সত্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতা সম্পর্কিত বিতর্ক জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী আলোচ্য বিষয়। জ্ঞানের সত্যতা, বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, যার ফলে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব একটি সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। প্রাথমিকভাবে বেদ ও তার প্রামাণিকতা সম্পর্কিত বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনের মধ্যে যে মতপার্থক্যের সূচনা হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে একটি বিস্তৃত দার্শনিক বিতর্কে পরিণত হয় এবং জ্ঞানের প্রকৃতি ও বৈধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গভীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্র তৈরি করে।

ভারতীয় দার্শনিকগণ জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানগ্রহণ এবং তার ব্যবহারিক কার্যকারিতার প্রেক্ষাপটে প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বমীমাংসা দর্শন জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যতা এবং অপ্রামাণ্যতার পরতঃসিদ্ধতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। অপরদিকে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন জ্ঞানের প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতা উভয়কেই পরতঃসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করেছে। বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞানের কার্যকারিতা এবং অর্থক্রিয়াকারিতাকে প্রামাণ্যতার প্রধান মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও পরবর্তী কিছু বৌদ্ধ দার্শনিক আংশিকভাবে মধ্যপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। জৈন দর্শন অনেকান্তবাদের ভিত্তিতে একটি সমন্বয়ধর্মী ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, যেখানে প্রামাণ্যতা ও অপ্রামাণ্যতার আপেক্ষিক চরিত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে উভয়কেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে যোগ দর্শনের অবস্থান তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট ও পরোক্ষ। বেদান্ত দর্শন জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যতা স্বীকার করলেও অপ্রামাণ্যতাকে বাহ্যিক কারণনির্ভর বলে ব্যাখ্যা করেছে।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্যতা বিষয়ক আলোচনা কেবল জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণের স্বরূপ নির্ধারণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সেই জ্ঞান কতখানি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—তারও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান এখানে পরিলক্ষিত হয়। ফলে এই বিতর্ক কেবল দার্শনিক চিন্তার ঐতিহাসিক বিকাশের নিদর্শন নয়, বরং জ্ঞান, সত্য এবং বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গভীর ও যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধানের প্রতিফলন। সমকালীন জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাতেও এই তত্ত্বসমূহের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান, কারণ এগুলি জ্ঞানের বৈধতা ও সত্যতার মূল্যায়নে এখনও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. ত্রিপাঠী য, ত্রিপাঠী অ। ভারতীয় দর্শন পরিচয়। কলকাতা: বি.এন. পাবলিকেশন; ২০১৫।
2. বসু স। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: শ্রীধর প্রকাশনী; ২০১৫।
3. বাগচী দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক; ২০০৯।
4. বাগচী দীপক কুমার। ভারতীয় নীতিবিদ্যা। কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক; ২০১৮।
5. ভট্টাচার্য বিনয়কুমার। বৌদ্ধ দর্শন ও নৈতিকতা। কলকাতা: দে'স পাবলিশিং; ২০০৮।
6. ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড; ২০০৮।
7. মণ্ডল প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স; ২০১৮।
8. সামন্ত বিমলেন্দু। নীতিতত্ত্ব। কলকাতা: স্মার্ট বুকস; ২০২১।
9. Sharma C. *A Critical Survey of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarsidass; 1960.
10. Sinha J. *Indian Philosophy*. Vol. 2. Delhi: Motilal Banarsidass; 2006.
11. Hiriyanna M. *Outlines of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarsidass; 2000.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Corresponding Author

ঋত্বিকা ঘোষ রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক হিসেবে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের দর্শন বিভাগে কর্মরত। তিনি ভারতীয় দর্শন, নীতিবিদ্যা, সামাজিক দর্শন এবং উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী। গবেষণা, পাঠদান ও একাডেমিক লেখালেখির মাধ্যমে দর্শনচর্চা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মানোন্নয়নে তিনি সক্রিয়ভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

© 2026 ঋত্বিকা ঘোষ. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/